

গ্রামিন ব্যাংক

আদনান সৈয়দ

গ্রামের রাস্তার এবরো-থেবরো পথে
কজন কিসানী দ্রুত পথ হেটে যায়।
এদের সবার চোখেই আশার আলো
কুয়াশার চাদরে এরা হারিয়ে যায়
কোন এক সুখের ঠিকানায়।
এরা কথা বলে নিজেদের মাঝে-
এইবার বন্যায় লইয়া গেছে সব
তয় দুঃখের কিছু নাই, গরীবের শেষ সম্বল
ইউনুস আছে আমাদের পাশেই।
পশ্চিম পাড়ার জরিমনের কথাডাই চিন্তা কর!
গেল বছর যমুনায় ভিটা-বাটি সব লইয়া গেল তার
থাকলো শুধু একটা ছাগল আর ছয়ডা মুরগীর ছাউ
হেই জরিমনেরেই হেল্প করল গ্রামিন ব্যাংক।
ভিডা দিল, গরু-বাছুর দিল, হের বাদে আবার
পুলাপানের পড়াশুনার খরচও দিল।
জরিমনেরে এহন দেখলে চোখ দুইডা জুইরা আছে-
কি সোন্দর কইরাই না সংসার পাতছেরে বইন।
রাণীগঞ্জের হাডে প্রতি শনিবার কইরা দুধ বেঁচে
আবার মুরগির ডিমও বেছে। কেডা কইব হের কুইরা জামাই
কালু শেখও মনে লয় আবার যৌবন ফিরা পাইছে।
আসলে সব কিছুই আল্লার খেলা।
ইউনুসতো অইলো গিয়া তাঁরই ওসিলা।
পেডে ভাত থাকলেই সব রাস্তা সিধা
তহন দুনিয়াডারে বড়ই বালোবাসতে ইচ্ছে করে।
(নিউইয়র্ক, ১১/৩০/০৬)

